শারদীয়া

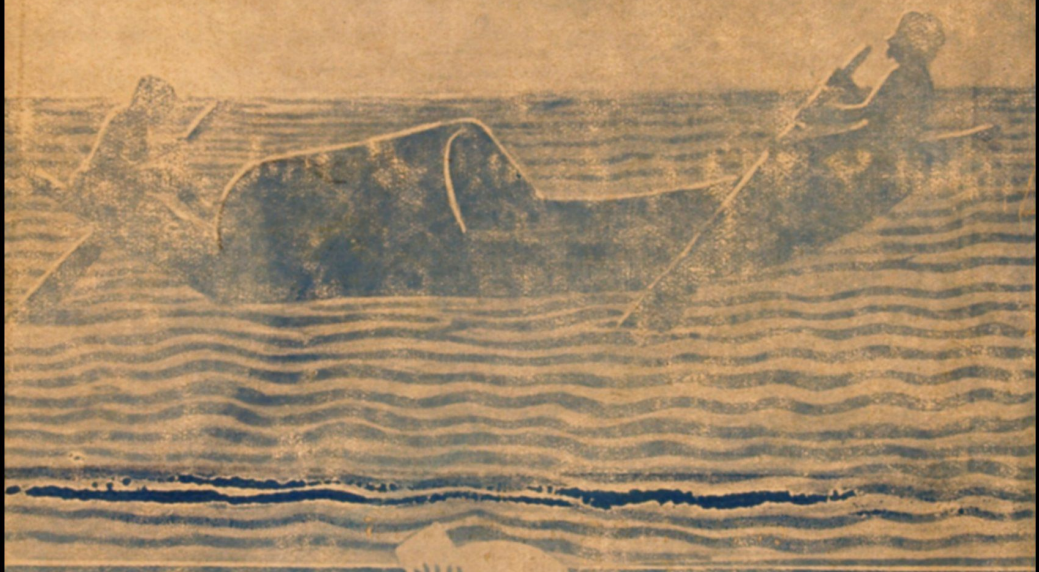

সচিত্র

কেশগন্ধা

কেশ রচনায় ও প্রসাধনে অপরিহার্য্য
অঙ্গ—'কেশগন্ধা'
—কেশগন্ধা কেশ তৈল—

আর সি ব্যানার্জী, পারফিউমার
ক লি কা তা

কাহিনী

শিল্পী অলক তার মডেল আইভির আগমন প্রতিক্ষায় ষ্টুডিওর মাঝে উদ্বিগ্নচিত্তে পায়চারী করছে। এমন সময় একটা পাঞ্জাবী ছেলে অলকের ষ্টুডিওর ভেতর ঢুকে বলে উঠলো "আমাকে বাঁচান বাবুজী, পুলিশে তাড়া করেছে।"

অলক একটু চিন্তা করে ছেলেটীকে একটা মডেলের পোষাক পরিয়ে, মুখের ওপর একটা গোঁফ এঁটে দিয়ে তার ছবি আঁকতে সুরু করে দিল। এমন সময় একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর ষ্টুডিওতে ঢুকে অলককে জিজ্ঞাসা করলো "এখানে গেরুয়া পরা কোনও পাঞ্জাবী ছেলে এসেছে?"

অলক হেসে জবাব দিল—"পাঞ্জাবী ছেলে এখানে আসবে কেন? আর গেরুয়াই যে পরবে সে তো স্রেফ হিমালয়ে গিয়ে উঠবে।"

তখন ইনস্পেক্টর ঐ ছেলেটীর দিকে এগিয়ে যেতেই অলক তাকে বাধা দিয়ে বলে "ওকে আর disturb করবেন না—একেই ত এমনি nervous যে—"

প্রতি কথায় অলকের কাছ থেকে বাধা পেয়ে এবং পাঞ্জাবী ছেলের সন্ধান করতে না পেরে, অলকের নাম-ঠিকানা নিয়ে পুলিশ ইনস্পেক্টর চলে যাবার পর অলক ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করে "এতনা অল্প উমরমে এইসান্ পরিষ্কার বাংলা কেইসে শিখা হ্যায়?"

ছেলেটী বল্লে "হামারা বহিনকা পাশ্।" এই বলে সে লুকিয়ে রাখা পাঞ্জাবী পোষাকটা বার করে ছিঁড়তে সুরু করলো। অলক বাধা দিলে ছেলেটী বলে "গেরুয়া কাপড়গুলো নষ্ট না করে ত উপায় নেই বাবুজী, এগুলো পরলেই ত আবার সেই পুলিশে—আর আপনি আশ্রয় না দিলে—"

অলক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে "What তোমার কি থেকে যাবারও মৎলব আছে নাকি ?"—তারপর অলক একটু চিন্তা করে ছেলেটীকে নিয়ে বাড়ী এল।

এদিকে অলকদের বাড়ীর হল ঘরে হেলি অপেক্ষা করছে আইভিকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। অলক ছেলেটীকে নিয়ে হলে ঢুকতেই আইভি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে "লক আবার তুমি ট্যাক্সি করে এসেছো ?"

অলক বলে "আমি ট্যাক্সি করে আসবো, বল কি আইভি—"

অলক হেলি আর আইভির সঙ্গে ছেলেটীর পরিচয় করিয়ে দিল।

পরিচয়াদির পর হেলি আইভিকে নিয়ে বেড়াতে গেল। অলক স্যামুয়েলকে নিয়ে নিজের ঘরে এলে, স্যামুয়েল বলে "গোঁফটা যে তুলে ফেলা হয়নি।" অলক বলে "থাকতে দাও।" স্যামুয়েল বলে "যদি কখনও ওদের সামনেই খুলে পড়ে যায়, তাহ'লে ?" অলক গোঁফটা তুলে দেয়।

আইভির মা কাত্যায়নী দেবী হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে অলকের ঘরে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করে তারা রাত্রিতে কি খাবে। কিন্তু কাত্যায়নী অলকের বন্ধুর বড় বড় চুল দেখে সন্দিগ্ধ-মনে সেখান থেকে চলে যায়। তারপর আইভি ফিরে এলে কাত্যায়নী তাকে বলে—"আমার এ সব কিছু ভাল মনে হচ্ছে না আইভি—দেখ্‌গে যা ছোঁড়া গোঁফ কামিয়ে রূপসী বিন্তেধরী সেজে বসে আছে.—আমার কিন্তু সন্দেহ হয়।"

তারপর আইভির ব্যবস্থামত স্যামুয়েলের শোবার বন্দোবস্ত অলকের ঘরেই হল, কিন্তু স্যামুয়েল নানা অজুহাতে পাশের ড্রেসিং রুমে নিজের শোবার ব্যবস্থা করে নিল। ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে যখন সে ধীরে ধীরে পোষাক ছাড়তে লাগলো, তখন দেখা গেল স্যামুয়েল ছেলে নয়,—মেয়ে ;—সুন্দরী, ষোড়শী। গলায় তার ঝুলছে সোনার হার, তাতে ফটো গাঁথা ছোট্ট একটী লকেট।

পরদিন সকালে আইভি স্যামুয়েলের কাছে এসে বলে "একলাটী বসে কি করছেন মিঃ বোস ?" স্যামুয়েল বলে "এমন কিছুই নয়।" আইভি তার পাশে বসে বলে

"বাড়ীতে একজন বিদুষী তরুণী আছে জানলে, আমি তার পাশে বসে পড়তুম ওমর খৈয়াম····· "ঐ সুকুমার কান্তি—চোখে বিদ্যুৎ"·····আইভি কথা শেষ করতে পারে না—অলক এসে পড়ে—আইভি নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে। অলক ঝাঁঝাল স্বরে বলে ওঠে—"না-না, এতে লজ্জা পাবার কি আছে আইভি—তোমার ধারণা, বিয়ের আগে—"

আইভি রুক্ষস্বরে বলে ওঠে "বিয়ে আমাদের না-ও হতে পারে—তবে তোমাকে ছেঁটে ফেলবার ইচ্ছে আমার নেই।" এই বলে আইভি সেখান থেকে চলে যায়।

এরপর কথায় কথায় স্যামুয়েল জানতে পারে অলক, বিহার অবলা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রভানু বাবুর ছেলে। সে তখন অছিলা করে অলকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র ঘর ভাড়া করে। সে পুরুষের বেশ ছেড়ে—তার স্বাভাবিক বেশ—স্ত্রী বেশে অলকের ষ্টুডিওতে এসে কল্পনা দেবী বলে নিজের পরিচয় দিয়ে নিজের অভাব জানিয়ে বলে মডেল হয়ে যদি কিছু উপার্জ্জন করতে পারা যায় সেই আশায় সে অলকের কাছে এসেছে।

এদিকে অলকের বাবা চন্দ্রভানু বাবু এবং তার বন্ধু মহীতোষ বাবু পাটনা থেকে কলকাতায় এলেন অলক এবং আইভির বিয়ের পাকা বন্দোবস্ত করতে। ফেরবার সময় মহীতোষ বাবু অলককে ডেকে, তিন বছর বয়সের সময় হারিয়ে যাওয়া তাঁর মেয়ের ফটো দিয়ে বলে, সেখানা বড় করে এঁকে দিতে। অলক ফটোখানা দেখে জিজ্ঞাসা করে "এটা সুলতার ফটো ?"

মহীতোষ বাবু বলেন "হ্যাঁ—তোমার জ্যাঠাই মা বলেন সুলতা যে আমাদের কি ছিল—তা' শুধু তুমিই জান।" অলক জবাব দেয় "এত বড় কাজে হাত দেবার মত সাহস আমার নেই—তবে আপনাদের আশীর্ব্বাদে হয়ত আমার দৃষ্টি খুলে যাবে।"—তারপর মহীতোষ বাবু ও চন্দ্রভানু বাবু পাটনায় ফিরে যান।

অলকের ষ্টুডিওতে কল্পনা দেবীর যাতায়াত ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই যাতায়াতের ফলে অলক ও কল্পনা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অলক চায় কল্পনাকে নিজের করে পেতে। কল্পনাও তাই চায়। তবু সে দূরে দূরেই থাকে·····

অলক বলে "তুমি হয়ত জানো না কল্পনা—আমার চেয়ে রিক্ত বোধহয় কেউ নেই—পাথেয় হারিয়ে এমন নিঃসম্বল জীবন বইতে আমি পারবো না—ধরা কি তুমি কোনদিনই দেবে না ?"

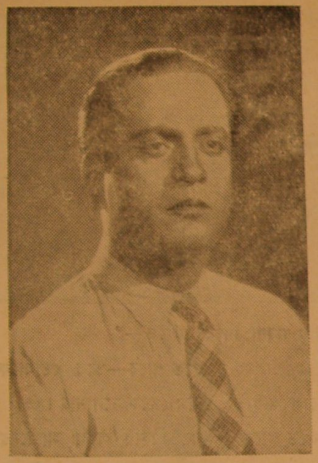

কল্পনা নিজেকে সংযত করে বলে ওঠে "আমি তা' পারি না অলক বাবু··· আমাকে এমনি আড়ালেই থাকতে দিন।"

অলক আকুল আগ্রহে বলে ওঠে "ধরা তোমায় দিতেই হবে কল্পনা—"

সে কল্পনাকে নিয়ে আসে মুক্ত প্রান্তরে—অলকের প্রশ্নে কল্পনা নিজেকে হারিয়ে ফেলে গানের মাঝে।—

গানের সুরে কল্পনা উন্মত্তা—অলক পাগল। কল্পনার আনমনা উন্মত্তভাবের মধ্যে সুতোয় বাঁধা সেই লকেটটা বেরিয়ে পড়ে। অলক দেখে তন্ময় হয়ে সেই লকেটের দিকে—কল্পনার মুখের দিকে। তারপর অলক সেই লকেট ছিঁড়ে নেয়। কল্পনা আকুল ভাবে বলে ওঠে—"ওটা আপনার কোনও কাজে লাগবে না অলকবাবু—আমার মায়ের স্মৃতি—নিয়ে যাবেন না—" অলক বলে—"লকেট আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব—কিন্তু এখন নয়—এস আমার সঙ্গে—"

অলক কল্পনাকে নিয়ে এল বাড়ীতে। বাড়ীর সামনে মোটরে তাকে বসিয়ে রেখে অলক নিজের ঘরে গিয়ে মহীতোষের দেওয়া ফটোর সঙ্গে লকেট মিলিয়ে দেখে চমকে উঠে বলে উঠলো—"সুলতা আর কল্পনা এক।" অলক ছুটে বাইরে আসে।

আর কল্পনা।—সে গাড়ী থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে, আর ভাবছে—কিছুতেই অলকবাবুকে ধরা দিতে পারবো না—আমি তার বাবাকে খুন করতে গিছলুম—কি করে অলক বাবুর কাছে মুখ দেখাব পুলিশের হাতে ধরা দেওয়াই আমার সবচেয়ে মঙ্গল। কল্পনা উন্মত্তার মত ছুটে চল্লো থানার দিকে নিজেকে ধরা দিতে—কিন্তু তারপর—তারপরের উত্তর পাওয়া যাবে **"দোটানা"** ছবির ভেতরে—রুদ্ধমনের আবেগময় ঘটনার আকর্ষণে——

সঙ্গীতাংশ

সুলতার গান

—০—

কার ছোঁওয়া স্বপনে লাগেরে
মোর মন বলে তা' জানিনা ॥
মোর মনবনে আজ এলরে
এল চঞ্চল কোন দখিনা ॥
গোপন হিয়ার নীল সায়রে
কোন সে চাঁদের ছায়া পড়ে
কেন ক্ষণে ক্ষণে আজ বাজেরে
মোর তনু মনের এই বীণা।
মন বলে তা জানিনা ॥

কথা :—**প্রণব রায়**

সুলতার গান

—:—

পিয়ালের বনে গো
দেখা তার সনে গো
আনমনে চলিতে।
চোখে তার চাহিনু
নিরবে রহিনু
কত কথা বলিতে।
ঝিম ঝিম ঝিম জোছনা
নিঃঝুম রাতি সে
বাঁকা চাঁদ আকাশে
মিলনের বাতি সে
দিল সে যে কি আশা
কুসুমের তিয়াসা
জীবনের কলিতে।
বাজালো সে কি বাঁশী
হিয়া মোর উদাসী
ভালবেসে জলিতে।

কথা :—৺অজয় ভট্টাচার্য্য

সুলতা ও অলকের গান

সুলতা—এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার কোনে বন্ধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

অলক—সই, কি আর বলিব তোরে।
কোন পুণ্যফলে এ হেন বন্ধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে॥

সুলতা—ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈলুঁ।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিলুঁ॥

অলক—বন্ধুর পিরিতী আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে।

সুলতা—আপনার দুঃখ সুখ করি মানে
আমার দুঃখের দুঃখী।
চণ্ডীদাস কহে বন্ধুর পিরিতী
শুনিয়া জগৎ সুখী॥

কথা :—**চণ্ডীদাস।**

আইভির গান

—:—

বসন্তে মোর ফুলবনে
গেয়ে যায় ঘুমহারা পাখী।
মাধবী চাঁদ হাসে রাতে
ফুলেরা চায় তুলে আঁখি॥
আসে যায় মোর বন তলে
কত যে পথ ভোলা অলি।
প্রাণে যার সুর ওঠে জেগে
গানে সে যায় তারে বলি॥
নিয়ে যায় কেউ ব্যথার কাঁটা
দিয়ে যায় কেউ ফুল রাখী॥
দুদিনের এই আসা যাওয়া
ফাগুনের রং লাগা স্বপন।
ক্ষণিকের এই চাওয়া পাওয়া
জানি গো এই নিয়ে জীবন॥
জীবনের এই নদীধারা
এ যে গো বন্ধনহারা
যে এসে যায় ভেসে দূরে
ফিরিয়া আর নাহি ডাকি।

কথা :—**প্রণব রায়।**

সুলতার গান

—:—

এই সে তমাল তল
এই সে যমুনা জল
জানে মোর শ্যাম কথা।—
এল কত মধুমাস
কত প্রেম-অধিবাস
ব্যথাময় আকুলতা॥—
আজিকে বৃন্দাবন
শুধু বন বঁধু ছাড়া।
শাখে শাখে কাঁদে পাখী
সেদিনের গীতি হারা
ঝরা মালতীর মালা
বহে বিরহের জ্বালা
মাধবী ধূলায় নতা
কাঁহা কানু—কহি কহি
বায়ু বহে—রহি রহি
কাঁদে সাথে তরুলতা।

কথা :—**৺অজয় ভট্টাচার্য্য**

ইউরেকা পিকচার্সের

দোটানা

প্রযোজনা
উমানাথ গাঙ্গুলী

পর্দ্দার আড়ালে	পর্দ্দার উপরে
পরিচালনা—অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়	জহর গাঙ্গুলী
প্রতুল ঘোষ	লতিকা মল্লিক
আলোক-চিত্রশিল্পী—সুরেশ দাস	রমা ব্যানার্জ্জি
শব্দযন্ত্রী—জে, ডি, ইরাণী	রতীন ব্যানার্জ্জি
সঙ্গীত পরিচালনা—কালিপদ সেন	শৈলেন চৌধুরী
সম্পাদনা—সন্তোষ গাঙ্গুলী	প্রভা
গীতিকার—৺অজয় ভট্টাচার্য্য	রবি রায়
ও প্রণব রায়	নিভাননী
শিল্প নির্দ্দেশক—বটু সেন	শ্যাম লাহা
রূপ-সজ্জায়—সুধীর দত্ত	কানু বন্দ্যো (এঃ)
কর্ম্মসচিব—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	দুনিয়া বালা
ব্যবস্থাপনা—বিভূতি ব্যানার্জ্জি	রেখা দাস
তত্ত্বাবধায়ক—সুধীর সরকার	শিবপদ ভৌমিক
পরিদর্শক—গোবিন্দ গাঙ্গুলী	কেষ্টধন মুখার্জ্জি
সর্ব্বাধ্যক্ষ—বীরেন্দ্র ভদ্র	হীরেন দে
রসায়ণাগার অধ্যক্ষ—ধীরেন দাসগুপ্ত	বিজলী দত্ত
স্থির চিত্রশিল্পী—গোপাল চক্রবর্ত্তী	জগন্নাথ ঘোষ
প্রচার শিল্পী—বিশ্বাবসু রায়চৌধুরী	

সহকারীগণ

পরিচালনায়—তপন চ্যাটার্জ্জি	সম্পাদনায়—নীরেন চক্রবর্ত্তী
আলোকচিত্রে—গোপাল চক্রবর্ত্তী	রসায়নাগারে—শম্ভু সাহা, মজু,
দশরথ বিশ্বাল	সুরেশ রায়, সামান্ত রায়
শশাঙ্ক চক্রবর্ত্তী	ব্যবস্থাপনায়—বিশ্বনাথ রায়
শব্দযন্ত্রে—সিদ্ধিনাথ নাগ	রূপসজ্জায়—নুরু
স্থিরচিত্রে—সত্য সান্যাল	

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও হইতে গৃহীত

পরিবেশক—শ্রীদুর্গা ডিষ্ট্রিবিউটার্স

· জেম · কেমিক্যাল · কলিকাতা ·

সুখে অথবা অসুখে—

লিলি ব্যাণ্ড বার্লি

ভারতের শ্রেষ্ঠ
পানীয় অথচ খাদ্য

লিলি বিস্কুট কোং কলিকাতা বোম্বাই

ইউরেকা পিকচার্স, ১৩৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জে, এম, গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, নিউ লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫৩ ক্রীক রো হইতে শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—দুই আনা